দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ SEP 14 2006
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

মাদ্রাসা শিক্ষা কি সাধারণ শিক্ষার সমমানের হতে পারে?

আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া

বর্তমান সরকার জগৎ ও বিজ্ঞানবিমুখ আলীয়া মাদ্রাসা শিক্ষাকে উচ্চতর সাধারণ শিক্ষার সমমান দেবার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই সমমান দেবার প্রেক্ষাপটের পশ্চাতে বিরাজমান অনেক প্রশ্নই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। প্রথম যে প্রশ্নটি চলে আসে তা হলো— মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য, কারিকুলাম ও পাঠক্রম কি সাধারণ শিক্ষার সমমান? আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো— দক্ষতা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে মাদ্রাসা শিক্ষা কি কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে? প্রথম প্রশ্নটি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বেশ আলোচনা হচ্ছে। নিবন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েই আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারব মাদ্রাসা শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার সমমান হতে পারে কি-না। সাধারণত দাবি করা হয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা দক্ষতা বৃদ্ধিতে শিক্ষা অন্যতম একটি উপাদান। বিগত দু'শ' বছরের ব্যবধানে গোটা পৃথিবী যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান উন্নয়নের মধ্য দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে, সেখানে আমাদের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশাল জনগোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও প্রায় ৪৫ ভাগের মতো জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করতে হচ্ছে। পৃথিবীর সিংহভাগ দেশসমূহই যেখানে তাদের রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পলিসির অংশ হিসাবে উৎকৃষ্ট শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরির কাজে নিমগ্ন, সেখানে আমরা মাদ্রাসা শিক্ষাকে মুখ্য করে বিশাল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন ও দক্ষতা বিচ্যুত অদক্ষ জগতবিমুখ, উন্নয়নবিমুখ জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করার প্রতিযোগিতাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহিত করছি। সাধারণ শিক্ষাই যেখানে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত, সেখানে রাষ্ট্রীয় অর্থ অপচয় করে পশ্চাৎমুখী মাদ্রাসা শিক্ষাকে এত উৎসাহিত করবার কারণ কি? সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে এ প্রশ্নসমূহের উত্তর তলিয়ে দেখবার প্রয়োজন রয়েছে। উন্নয়নবিদ্যার আঙ্গিকে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা সমমান কি-না এর উত্তর অনুসন্ধান করা যাক। উন্নয়নবিদ্যায় আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে দায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এর কারণ হলো এ জনগোষ্ঠীকে যুগোপযোগী ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করার কোন প্রয়াস আদৌ আমরা হাতে নেইনি। সমকালীন উন্নয়ন অর্থনীতি পাঠ করার মধ্য দিয়ে আমরা এটাই জানতে পারি : শুধু বস্তুগত সম্পদের সংরক্ষণ ও পুঞ্জীভবন করাই উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত নয়। বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের শর্ত হিসাবে দক্ষ জনশক্তিকে উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আর এই দক্ষ জনশক্তি তৈরির কাজটি শিক্ষার মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে। সুতরাং শিক্ষা দু'টি আপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে সক্ষম : এক. যে উদ্বৃত্ত জনগোষ্ঠীকে দায় হিসাবে মনে করা হচ্ছে তাদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে সম্পদে রূপান্তরিত করা যায়, দুই. অপরিমিত জনগোষ্ঠী অপরিমেয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে, এই বোধটি জাগ্রত করা যায়। এই দুইয়ের মধ্য দিয়ে ক্ষুধা, দারিদ্র্য নির্মূল করা সম্ভব হতে পারে। এই সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সব থেকে আধুনিক শিক্ষায় জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলা। অর্থনীতিবিদ, অর্থনীতির গবেষকগণও দাবি করছেন, "দক্ষ জনশক্তির ঘাটতির কারণেই আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।" আমাদের সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি যেখানে সেই দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টিতে ব্যর্থ হচ্ছে সেখানে মাদ্রাসা শিক্ষাকে এতটা উৎসাহিত করতে সরকারের দায়ের উৎসটি কী কিংবা কোথায়? আমাদের যেখানে মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়া উচিত দারিদ্র্য বিমোচনে পরিকল্পনা গ্রহণ করা, সেখানে বিশাল জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে কূপমণ্ডূক করে রেখে দেবার বিষয়টি আমাদের বিস্মিত করে, হতাশ করে। আমাদের গোটা জাতির অর্থনৈতিক দৈন্যদশা গোছানোর জন্য যেখানে প্রয়োজন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের শিক্ষা, প্রযুক্তিকে যথাযথ কাজে লাগানোর মতো দক্ষতা অর্জন এবং প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার মতো বিশেষ কৌশল—সেখানে হাজার বছর আগের পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণা সমৃদ্ধ মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ার মধ্যে ক্ষমতাসীন সরকারের পশ্চাৎপদ নীতিরই বহির্প্রকাশ ঘটছে। ইতোমধ্যে কওমী মাদ্রাসার 'দাওরা'-কে ইসলামী শিক্ষা অথবা আরবী সাহিত্যের সমমান দেবার ঘোষণা করা হয়েছে। এতে করে এই ধারার শিক্ষার্থীগণ ইমামতি, কাজিগিরি এবং মাদ্রাসার শিক্ষকতা ছাড়াও অন্যান্য চাকরিতে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পাবে। এ সিদ্ধান্ত যে এ দেশে মৌলবাদী শক্তির উত্থানকে সরকারীভাবে উৎসাহিত করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সে কথা বুঝতে আমাদের আর বাকি থাকে না। সারা পৃথিবীর উন্নয়নের জোয়ারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য যেখানে আমাদের দরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত নির্ভরশীলতা, প্রতিনিয়ত গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রযুক্তিকে দেশজ চাহিদার সম্পূরক করে তোলা, সেখানে পশ্চাৎপদ আলীয়া ও কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন মহল উন্নয়নের বাস্তবভিত্তিক ধারাকে সঙ্কটাপন্ন করে তুলছেন। উন্নয়নের নামে এ রকম কপটতার মূল কারণই হলো আমাদের রাজনৈতিক দলসমূহ ও তাদের আত্মবাদী চরিত্র। এই চরিত্রটি এ রকম যে এখানে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-পরিচালক উভয়ই ব্যক্তিবাদী জায়গায় দাঁড়িয়ে জনকল্যাণ ও গণউন্নয়নকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখাতে কার্পণ্য করেন না। হালের অমর্ত্য সেনও উন্নয়নের নামে রাষ্ট্রের এই সুস্পেন চরিত্রটি উল্লেখ করতে ভুলেননি। উন্নয়ন নিয়ে যেখানে এত কথা, এত গবেষণা সেখানে উন্নয়নের নিয়ামক শক্তি শিক্ষাকে অবহেলিত রেখে দেয়া। এই অবহেলা এবং উন্নয়নের গতিপথে প্রতিবন্ধক যে মাদ্রাসা শিক্ষা, সেই শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়া আমাদের রাজনৈতিক চরিত্রের সাম্প্রদায়িক স্বরূপটিকেই প্রতিফলিত করে। যেখানে উন্নয়নবাদী কল্যাণ অর্থনীতিবিদগণ জোরেশোরে দাবি করছেন—যে উন্নয়নের ভিতরে সজীবতা নেই, সক্রিয়তা নেই, আছে শুধু বাইরের অনুকম্পা, চাপ—সেই উন্নয়ন কখনই মানবীয় উন্নয়ন হতে পারে না। সেখানে আধুনিকতা বিবর্জিত, পশ্চাৎপদ, নিষ্প্রভ মাদ্রাসা-শিক্ষাধারাকে সমকালীন করার চেষ্টা অর্থহীন বৈ কিছু নয়। সুতরাং আমরা সেই শিক্ষা চাই যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানবিক উন্নয়ন হবে। সামাজিক পছন্দ, স্বাধীনতা এবং স্বকীয়তার মধ্য দিয়ে নাগরিক তার নিশ্চিত বেঁচে থাকার পথটি খুঁজে নেবে, মানবিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা সেটা যে পর্যায়েরই হোক না কেন তা কি উন্নয়নের এই শর্তসমূহ সরবরাহ করতে সক্ষম? মোটেই না, বরং উন্নয়নের এই শর্তসমূহ মাদ্রাসা শিক্ষা-কারিকুলামের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। আমরা শিক্ষার মধ্য দিয়ে নাগরিকদের সক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তরিত করব, শিক্ষা প্রসারের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রকে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলার প্রতিশ্রুতি নেব, আর্থ-সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে স্বত্বাধিকার বা এনটাইটেলমেন্টের বিষয়টিকে নাগরিকের দোড়গোড়ায় পৌঁছাতে সক্ষম হব। তবেই শিক্ষার মধ্য দিয়ে বাস্তবভিত্তিক উন্নয়নকে নিশ্চিত করা যাবে। এর জন্য প্রয়োজন সেই আঙ্গিকের শিক্ষা যা একাধারে বিজ্ঞানমনস্কতা, গোটা পৃথিবীর উন্নয়নের ধারাবাহিকতা, পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে অনুসৃত হবে। মাদ্রাসায় যে শিক্ষা-কারিকুলাম রয়েছে তা কি আমাদের উন্নয়নের সেই বাস্তবতায় নিয়ে যেতে আদৌ সহায়ক? নিঃসন্দেহে সহায়ক নয়। তাহলে মাদ্রাসা শিক্ষাকে হাজার বছরের অচলায়তনের যূপকাষ্ঠ থেকে উত্তরণের এই প্রয়াসের অর্থ কী? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যেতে পারি নতুন পথে, ঐক্যবদ্ধ হতে পারি সরকারী এই পশ্চাৎপদ নীতিনির্ধারণের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি দাবি রাখতে পারি মাদ্রাসা শিক্ষা নয়, আমাদের জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজনে সাধারণ শিক্ষায় বিদ্যমান সঙ্কটসমূহ সংস্কারে প্রয়োজনে সরকারকে আরও উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। কারণ, শিক্ষার ভিতর দিয়েই আমরা জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারি। এর জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ ও গণমুখী পরিকল্পনা। শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্কট রেখে একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সুতরাং এ সময়ের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো শিক্ষা বৈষম্য, শিক্ষাসঙ্কট তথা শিক্ষা সঙ্কোচন দূর করে রাষ্ট্রের জন্য একটি যথাযথ শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়নের কথা চিন্তা করা। পাশাপাশি সুষম, গতিশীল সামাজিক জীবনের জন্যই অধিকার বঞ্চিত মানুষের সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথাও বিবেচনায় রাখতে হবে। আর সুহৃধারার সমাজকাঠামো নির্মাণের পূর্বশর্ত হিসাবে প্রয়োজন আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা। আর এর জন্য প্রয়োজন ক. সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন করে শিক্ষাকাঠামোকে পুনর্বিন্যস্ত করা, খ. পাঠ্যসূচীতে জাতীয় উন্নয়ন ও মূল্যবোধ সম্পৃক্ত পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা, গ. বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি মানববিদ্যার শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান করা, ঘ. শিক্ষকের অর্থনৈতিক মর্যাদাকে আরও গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা, ঙ. শিক্ষাকে ধর্মীয়করণ না করে বরং আধুনিকায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এসবের মধ্য দিয়েই কেবল সম্ভব কোন উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। সুতরাং মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে হৈ চৈ করে, তার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার সমমানতার কথা চিন্তা করে বাস্তবভিত্তিক কোন উন্নয়নের ধারা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। কেবল বিজ্ঞানভিত্তিক, জাতীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বোধ-বিবেচনা সমৃদ্ধ শিক্ষা-কারিকুলামই পারবে আমাদের দায়গ্রস্ত বিশাল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করতে।

[লেখক শিক্ষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়]
anwarullah1234@yahoo.com